প্রথম আলো

তারিখ 02 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভা

পাঠ্যবইয়ের কাগজ কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ২৩ কোটি পাঠ্যবই ছাপার কাগজ কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাপার কাগজ যথাসময়ে কেনা এবং ২০১১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কয়েকজন সদস্য।

গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় কমিটির সদস্য হুইপ মির্জা আজম অভিযোগ করেন, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমিক পর্যায়ের দরপত্র-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে।

জানা গেছে, কৌশলে একটি বিশেষ মহলকে পুরো কাগজ কেনার কাজ দেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একাধিক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। দরপত্রে বাজারদরের চেয়ে টনপ্রতি গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা বেশি দামে এসব কাগজ কেনার কার্যাদেশ দেওয়া হয়। দরপত্রে বিভিন্ন শর্ত আরোপের মাধ্যমে নিম্নতম অনেক দরদাতাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। মোট ২৩টি ভাগে এ বিশাল কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। এর মধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৪টি দরপত্রের কার্যাদেশ দিলেও বাকি নয়টি আটকে গেছে। এ ছাড়া প্রচ্ছদের কাগজের দুটি দরপত্রও বাতিল হয়েছে।

জানা গেছে, আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে দেশের বাইরে থেকে যারা কম দামে কাগজ সরবরাহে নির্বাচিত হয়েছিল, সেসব কার্যাদেশের বেশির ভাগ আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। একাধিক সূত্র বলেছে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও অপর একটি মহলের যোগসাজশেই চলছে এসব তৎপরতা। এতে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপা না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গতকালের সভায় দরপত্র-প্রক্রিয়া জটিল করে তোলার জন্য এনসিটিবির চেয়ারম্যানকেও দায়ী করা হয়। এ সময় চেয়ারম্যান মেহতা কামাল উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের বলেন, ২৩ কোটি বইয়ের কাগজ কেনা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করবে সংসদীয় কমিটি। এ জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে ছাত্রদের হাতে বই পৌঁছে দিতে হবে যেকোনো মূল্যে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বইয়ের কাগজ কেনা নিয়ে দুর্নীতির প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কমিটির সদস্য মির্জা আজম বলেন, বোর্ডের ২৩টি লটের মধ্যে ১৪টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোর মধ্যে অন্তত দুটিতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতাদের কাজ না দিয়ে নানা কৌশলে তা বাতিল করা হয়েছে। সংসদীয় উপকমিটির তদন্তে গতকালের বৈঠকে কমিটির সদস্য আবদুল ওহাবকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন কাজী ফারুক কাদের ও মো. শাহ আলম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ: গতকালের সভায় জোট সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ-অনিয়ম নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে কমিটির কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আ ক ম মোজাম্মেল হক। গাজীপুর এলাকার ওই সাংসদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর আগে ওই সাংসদ তাঁদের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ তোলেন। এ সময় ওই সাংসদকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, তদন্ত কমিটি শুধু নিয়োগ-অনিয়ম কীভাবে হয়েছে, তা অনুসন্ধান করেছে। কার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই সুপারিশ করেনি। আর তা করার জন্য সিন্ডিকেটের দুই সদস্যকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সভা সূত্র জানায়, সভায় মোজাম্মেল হক আরেকটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ-অনিয়ম তদন্তের প্রস্তাব করেন। কিন্তু কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে একমত হননি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, সিন্ডিকেটের দুই সদস্যকে সহায়তা করবেন মোজাম্মেল হক ও কাজী ফারুক কাদের।

সভায় বলা হয়, জোট সরকারের আমলের মতো বর্তমানেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। কমিটির সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ সভায় প্রচলিত আইন ও যুক্তি অনুসরণ করে এই জটিল সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন।

গতকালের সভায় মির্জা আজম, বীরেন শিকদার, শাহ আলম, জিয়াউর রহমান, মমতাজ বেগম উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য কাজী শহিদুল্লাহ প্রমুখ সভায় যোগ দেন